আলমডাঙ্গায় গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গার বড়গাংনী তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২শ গ্রাম গাঁজাসহ নান্দবার গ্রামের আবু বক্করকে আটক করেছে। গতকাল নান্দবার ভিটাপাড়ার বিল্লাল মোড় থেকে তাকে মাদক থেকে আটক করা হয়।

জানাগেছে, উপজেলার নান্দবার গ্রামের জালাল উদ্দিনের ছেলে আবু বক্কর(৩৭) দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছে। বড়গাংনী তদন্ত কেন্দ্রের এসআই শহিদুল ইসলাম ও এএসআই বাদশা আলমগীর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নান্দবার গ্রামে অভিযান চালায়।

এসময় আবু বক্কর পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে তাকে আটক করে। আটকের পর তার নিকট থেকে ২শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে।

এবিষয়ে আবু বক্করের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার -৫

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২, সিআর মামলায় ১ জন এবং গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলায় ২ আসামি রয়েছে।

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের জরুরী বিভাগ থেকে এই নিউজের সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম বুধবার দিবাগত রাতে পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

আজ বৃহস্পতিবার (৬ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় বিজিবি’র অভিযানে ১ কেজি হেরোইন উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে বিজিবি অভিযান চালিয়ে ১ কেজি হেরোইন উদ্ধার করেছে। গতকাল বুধবার দুপুর সোয়া ১২টায় কুষ্টিয়া-প্রাগপুর সড়কের কদমতলা বাজারে যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশী অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় বিপুল পরিমাণ এ হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি সূত্র জানায়, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়া সেক্টরের ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এর উপ-অধিনায়ক মেজর মো. রকিবুল ইসলাম পিএসসি’র নেতৃত্বে বিজিবি’র টহল দল প্রাগপুর থেকে ছেড়ে আসা কুষ্টিয়াগামী যাত্রীবাহী তানভির রোহান (চাঁদপুর জ-১১-০০১৫) পরিবহনে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালায়।

এসময় বাসে তল্লাশি চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ভারতীয় এক কেজি হেরোইন উদ্ধার করে বিজিবি। মাদক উদ্ধার অভিযানের ঘটনায় মিরপুর থানায় জিডি এন্ট্রি করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে বিজিবি সূত্র নিশ্চিত করেছেন।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ৬ বছরের শিশু ধর্ষন, ধর্ষক আটক

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার পল্লীতে ৬ বছরের এক শিশু ধর্ষনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ধর্ষনের অভিেযোগ আলিফ হোসেন (৩৮) নামে ধর্ষককে আটক করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকালে ভেড়ামারা উপজেলার ধরমপুর ইউনিয়নের উত্তর ভবানীপুর খাঁনপাড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করে র্যাব সদস্যরা। এরআগে ভেড়ামারা থানায় ১টি ধর্ষন মামলা দায়ের করা হয়।

এলাকাবাসী ও থানা সুত্রে জানা গেছে, ভেড়ামারা উপজেলার ধরমপুর ইউনিয়নের উত্তর ভবানীপুর খাঁনপাড়া এলাকার ভ্যানচালক ছোটন আলী ও একই এলাকার ছামু ন্যাংড়ার ছেলে ধর্ষক আলিফ হোসেনের বাড়ি পাশাপাশি। ৬ বছরের শিশু ধর্ষক আলিফ হোসনের সেলুনের দোকানের সামনে খেলা করছিলো। এসময় ধর্ষক আলিফ হোসেন ৬ বছরের শিশুকে চকলেট দেওয়ার নাম করে তার ঘরের ভিতরে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষন করে। শিশুটি তার পরিবারকে জানালে তাকে প্রথমে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। শিশুটির অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে রেফার্ড করে।

বর্তমানে শিশুটি কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের ৫ নং ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ধর্ষক আলিফ হোসেন কে র্যাব গ্রেফতার করেছে। ভেড়ামারা থানার অফিসার ইনচার্জ আকিবুল ইসলাম জানান, ধর্ষনের ঘটনায় থানায় ১টি মামলা দায়ের হয়েছে। আসামী আলিফ হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পৃথক স্থানে

অভিযান; মোটরসাইকেল চালকে জরিমানা

আলমডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কের বন্ডবিল এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে ১৫ হাজার ৫শ টাকা জরিমানা আদায় করেছেন।

গতকাল বুধবার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ¯স্নিগ্ধা দাস ও উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে।

জানাগেছে, বর্তমানে সড়কে প্রাণহানিকর যত ঘটনা ঘটছে তার বেশির ভাগই মোটরসাকেল দূর্ঘটনায়। হেলমেট ছাড়া, ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও মানুষ বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছে।

গতকাল বুধবার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি আলমডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা সড়কের বন্ডবিল এলাকায় যৌথ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে। সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী হেলমেটবিহীন গাড়ি চালানো এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকায় ১২টি মামলায় ১৫ হাজার ৫শ টাকা জরিমানা আদায় করেন।

গাংনীতে জমি বিক্রিতে জালিয়াতি, দুই ভাই জেলে

প্রতারনা করে একই জমি দুই বার বিক্রি করার দায়ে গাংনীর ফতাইপুর গ্রামের দুই সহোদর আব্দুর রাজ্জাক ও জাকির হোসেনকে জেল হাজতে পাঠিয়েছেন আদালত। আবার এ মামলার বাদি হচ্ছেন তাদেরই আপন ভাই।

জানা গেছে, ফতাইপুর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে জিয়ারুল ইসলাম বাদি হয়ে মেহেরপুর বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আমলী আদালতে ছয় জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন।

মামলা সুত্রে জানা গেছে, জিয়ারুল ইসলামের ভাই আব্দুর রাজ্জাক ও

জাকির হোসেন এবং আব্দুর রাজ্জাকের স্ত্রী আনজুমানারা খাতুন কৃষি ব্যাংক গাংনী শাখা থেকে ২০১০ সালে ৫ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এর বিনিময়ে ফতাইপুর গ্রামের একটি জমি মটগেজ দেন তারা। পরবর্তীতে ২০১১ সালে তারা একই জমি ভোমরদহ গ্রামের আব্দুর রহমানের কাছে বিক্রি করে রেজিস্ট্রি সম্পাদন করে দেন। ২০১৩ সালে আব্দুর রহমান ওই জমি আব্দুর রশিদ নামের একজনের কাছে বিক্রি করেন। ২০২১ সালে আব্দুর রশিদ ওই জমি বিক্রি করেন আব্দর রহমানের কাছে। এর পরে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আব্দুর রহমান জমি বিক্রি করে দেন চৌগাছা গ্রামের রফিকুল ইসলামের কাছে। আব্দুর রাজ্জাক থেকে আব্দুর রহমান, আব্দুর রহমান থেকে আব্দুর রশিদ, আব্দুর রশিদ থেকে আবার আব্দুর রহমান এবং আব্দুর রহমান থেকে রফিকুল ইসলামের কাছে বিক্রির মধ্য দিয়ে দলিলের সংখ্যা দাঁড়ায় চারটি। অর্থাৎ এই চার বার বিক্রির পর তা গাংনী সাব রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল রেজিস্ট্রি হয়েছে। কৃষি ব্যাংকে যদি জমি প্রকৃতপক্ষে মটগেজ হয় তাহলে কিভাবে চারবার বিক্রি হলো? অনেকের মনে এই যৌক্তিক প্রশ্ন উদয় হলেও কৃষি ব্যাংক থেকে তার সদুত্তোর মেলেনি।

জানা গেছে, একই জমি চারবার কেনাবেচার সময়ের মধ্যেই কৃষি ব্যাংক থেকে নিলামে ক্রয় করেন আব্দুর রাজ্জাকের আপন ভাই জিয়ারুল ইসলাম।

জানা গেছে, আব্দুর রহমান জমি কেনার পর সেখানে একটি পাকা বাড়ি নির্মান করেন। রফিকুল ইসলামের কাছে বিক্রির পর তা বুঝিয়ে দেন আব্দুর রহমান। রফিকুল ইসলাম বাড়ি দখল নেন এবং খারিজ, খাজনা ও বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন করেন তার নামে। পৌরসভা থেকে হোল্ডিংও খোলা হয় রফিকুল ইসলামের নামে। এর পরে জিয়ারুল ইসলাম নিলালের মাধ্যমে জমির মালিক দাবি করে জোরপূর্বক দখলে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

অভিযোগ রয়েছে, কৃষি ব্যাংক থেকে তড়িঘড়ি করে গোপনে নিলাম করা হয়। কাগজপত্রের নিয়মাবলী গোপনে জোড়াতালি দিয়ে নিলাম সম্পন্ন করে মটগেজকারী আব্দুর রাজ্জাকের আপন ভাই জিয়ারুল ইসলামের কাছে বিক্রি করে কৃষি ব্যাংক। ফলে নিলাম কার্যক্রম হয়ে দাঁড়ায় প্রশ্নবিদ্ধ।

এদিকে রফিকুল ইসলাম ওই জমি ও বাড়ি মটগেজ দিয়ে রুপালী ব্যাংক গাংনী শাখা থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। কাগজপত্রের বৈধতা আইন অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করে জমির মালিকানা নিশ্চিত হয়ে ঋণ দেয় রুপালি ব্যাংক। যা নিশ্চিত করেছেন রুপালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। তবে বিষয়টি

নিয়ে বাধা সৃষ্টি শুরু করে জিয়ারুল ইসলাম।

এদিকে একই জমি রফিকুল ইসলাম ক্রয় করেন আব্দুর রহমানের কাছ থেকে আর জিয়ারুল ইসলাম কেনেন কৃষি ব্যাংকের নিলামে। ফলে দুই মালিকের মধ্যে চরম বিরোধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি গড়ায় আদালত পর্যন্ত।

জানা গেছে, জিয়ারুল ইসলাম বাদি হয়ে মেহেরপুর বিজ্ঞ আদালতে যে মামলাটি দায়ের করেন তাতে আসামি করা হয় ৮ জনকে। এরা হলেন- জিয়ারুল ইসলামের আপন ভাই আব্দুর রাজ্জাক ও জাকির হোসেন, আব্দুর রাজ্জাকের স্ত্রী আনজুমানারা খাতুন, জমি ক্রেতা আব্দুর রহমান, আব্দুর রশিদ, রফিকুল ইসলাম, রুপালী ব্যাংক ম্যানেজার আমিরুল ইসলাম, এ্যাডভান্স অফিসার শাহাবুল ইসলাম। ওই মামলার আসামি হিসেবে বেশ কয়েকদিন হাজতবাসে ছিলেন রফিকুল ইসলাম। পরে আব্দুর রাজ্জাক ও জাকির হোসেন আদালতে জামিন নিতে গেলে বিজ্ঞ আদালত তাদের জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন। বর্তমানে তারা মেহেরপুর জেলা কারাগারে হাজতবাসে রয়েছেন। অভিযোগ রয়েছে, আপন দুই ভাইয়ের নামে মামলা দায়ের করলেও জামিনের জন্য জিয়ারুল ইসলাম নিজেই চেষ্ট করেন। কিন্তু বিজ্ঞ আদালত তাদেরকে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন।

এদিকে জমির এই বিরোধের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে গাংনীর বিভিন্ন মহলে মিমাংসার জন্য ঝুলে ছিল। কোথাও কোন সমাধান পাননি ভুক্তভোগীরা। কৃষি ব্যাংকের নিলাম আর অন্য সব দলিলগুলোর বিষয়ে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ঠরা বিষয়টি দ্রুত সুষ্ট সমাধান করবেন এ প্রত্যাশা ভুক্তভোগীদের।

মেহেরপুরে আদালতে মামলা মিথ্যা, বাদীকে জেলে প্রেরণ

মামলা মিথ্যা প্রমানিত হওয়ায় এবার বাদীকে জেল হাজতে পাঠিয়েছেন মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল আদালতের বিজ্ঞ বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ। এছাড়া বাদীর দায়ের করা মিথ্যা মামলাটি কার্যবিধির ২০৩ ধারার বিধান মোতাবেক খারিজ করেছেন তিনি।

আজ দুপুরের দিকে বিজ্ঞ বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ এই আদেশ দেন। যার মামলা নং সি, আর ৮০৬/২২।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মামলার বাদী ও বিবাদীগণ একে অপরের পূর্ব পরিচিত। মামলার বাদীর বোন ১নং সাক্ষী মোছাঃ মাবিয়া খাতুন এর সাথে জনৈক ইনাচতুল্লাহ ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক বিয়ে হয়। জনৈক ইনাচতুল্লাহ ও বিবাদী আঃ কুদ্দুস একে অপরের আপন ভাই এবং দুই বিবাদী প্রতিবেশী। বাদীর বোনের স্বামী ইনাচতুল্লাহ দীর্ঘ ১৫/১৬ বছর যাবৎ মালয়েশিয়াতে থাকে এবং কয়েক বছর পর পর দেশে আসে। বাদীর বোন ঘর সংসার করাকালে ইনাচতুল্লাহর পাঠানো টাকাতে বাদীর বোনের ছোট ছেলে লিটনকে তফসিল বর্ণিত মোটর সাইকেলটি ক্রয় করে দেয় যা বাদীর বোনের নামে সকল কিছু রেজিট্রেশন করা হয়। বাদীর বোন ইনাচতুল্লাহর ঘর সংসার করাকালে সে গাংনী থানাধীন হিন্দা গ্রামের জনৈক জামাল এর সাথে অবৈধ প্রেম ভালবাসা করে ইনাচতুল্লাহকে তালাক না দিয়ে টাকা পয়সা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বাদীর বোন মাবিয়া খাতুন ইনাচতুল্লাহকে তালাক প্রদান করে। যার প্রেক্ষিতে মামলার ২নং বিবাদী আঃ কুদ্দুস ইনাচতুল্লাহ এর ভাই হয়ে বিজ্ঞ আদালতে অত্র মামলার বাদীর বোনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং ১নং ও ৩নং বিবাদী উক্ত মামলায় সাক্ষী হন। উক্ত মামলার জের ধরে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছে। যেহেতু মামলার বাদীর বোন ইনাচতুল্লাহ ঘর সংসার করাকালে তার নামে তফসিল বর্ণিত মোটরসাইকেলটি ক্রয় করা হয়ে।

সেহেতু উক্ত মোটরসাইকেলটি পাওয়ার জন্য মামলার বাদী অত্র মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। প্রকৃতপক্ষে বাদীর নালিশী দরখাস্তে বর্ণিত কোন ঘটনা, ঘটনার তারিখের আগে বা পরে ঘটেনি। অর্থাৎ নালিশকারী মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে মর্মে তদন্তে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা নালিশকারী ও তার মানিত সাক্ষীদেরকে সঠিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেননি বা ঘটনাস্থল পরিদর্শন না করে আসামিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একটি মনগড়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন মর্মে দাবী করলেও নথি দৃষ্টে দেখা যায় ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা অনুযায়ী সাক্ষীদের জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে।

নালিশকারী ও সাক্ষীদের প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিল প্রতিবেদন এবং নথি পর্যালোচনায় মিথ্যা মামলাটি দায়ের করিয়েছেন মর্মে আদালতের পর্যালোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। এমতাবস্থায় মিথ্যা মামলা দায়েরের দায়ে নালিশকারীর

বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইন অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেন আদালত।

দামুড়হুদার তারিনিপুরের হারুন ১কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার

দামুড়হুদার তারিনিপুরের হারুণ আলী(২৯) কে ১কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার রাত আনুমানিক ৮টার দিকে তারিনিপুর ঈদগাপাড়া থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এসময় তার কাছ থেকে ১কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।

থানা সূত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই (নিঃ) মনজুরুল ইসলাম, এএসআই (নি:) বিপ্লব দাস সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা কালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা মডেল থানাধীন তারিনীপুর ঈদগাঁ পাড়া সাকিনাস্ত আসামীর বসতভিটায় অভিযান চালায়। এসময় তারিনীপুর গ্রামের বরকত আলীর ছেলে হারুন আলী কে ১কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানাগেছে।

মেহেরপুরে মোবাইল কোর্ট, নিজেরা সরিয়ে নিলো যত্রতত্র রাখা বাস

মেহেরপুর শহরের যানজট কমাতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে শহরের হোটেল বাজার মোড় থেকে কলেজ মোড় এবং

সার্কিট হাউজ সড়কে পার্কিং করা সব গাড়ি মেহেরপুর বাস টার্মিনাল সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম রাব্বানী সোহেল ও দেবাংশু বিশ্বাসের নেতৃত্বে জেলা পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ ও বিআরটিএ এর সহযোগিতায় শহরে অভিযান চালান। এই অভিযানের সময়ে মালিকপক্ষ নিজেরা বাসগুলো টার্মিনালে সরিয়ে নেন।

এর আগে গত ২২ জুন, জেলাপ্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে আঞ্চলিক সড়ক পরিবহণ কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় শহরের যানজট নিরসন, দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ, শিশু পার্কে আগত শিশুদের নিরাপত্তা এবং জেলা প্রাণিসম্পদ ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিসে আগত সেবা প্রত্যাশীদের দুর্ভোগ লাঘবে হোটেল বাজার মোড় থেকে কলেজ মোড় পর্যন্ত গাড়ি পার্কিং না করার সিদ্ধান্ত হয়।

সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সরকারি কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম রাব্বানী সোহেল ও দেবাংশু বিশ্বাসের নেতৃত্বে জেলা পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ ও বিআরটিএ এর সহযোগিতায় শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম বলেছেন, দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ ও যানজট নিরসনে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে পরিবহণ মালিক ও শ্রমিকরা সহযোগিতা করেছেন। এখন থেকে জেলাপ্রশাসন থেকে নিয়মিত মনিটরিং করা হবে এবং ট্রাফিক বিভাগ সবসময় সক্রিয় থাকবে।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর শহরকে যানজট ও পরিবহণ খাতে সুষ্ঠুু পরিবেশ তৈরিতে ২০১০ সালের ১৫ জুন মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কে শহরের উপকণ্ঠে ৮ দশমিক ৪০ একর জমির ওপর মেহেরপুর পৌরসভা টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়।

মেহেরপুরে গ্যাস সিলিন্ডারের ডিলারকে জরিমানা

গ্যাস বিক্রির ভাউচার না দেওয়া ও গ্যাসের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।
এসময় তাকে সহযোগিতা করেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: আব্দুর রাজ্জাক ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো: তারিকুল ইসলাম।

আজ (৫ জুলাই) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সদর উপজেলার কেশবপাড়া ও বড় বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালিত হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদ বলেন, গ্যাস বিক্রির ভাউচার না দেওয়া ও গ্যাসের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৪৫ ধারায় কেশবপাড়ার মেসার্স আগরওয়ালা এন্টারপ্রাইজ নামক গ্যাসের ডিলার প্রতিষ্ঠানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

অভিযানে কাঁচাবাজার, গ্যাস সিলিন্ডার, মুদিখানাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

এছাড়া বড় বাজারে মরিচসহ বিভিন্ন সবজি, মাছের বাজার ও মুদিদোকানে অভিযানে সবাইকে পণ্যের ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ ও যথাযথভাবে মুল্যতালিকা প্রদর্শন এবং ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়।